শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: জীবন ও জীবিকা | ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : জীবন ও জীবিকা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : জীবন ও জীবিকা

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষক, আপনারা ইতোমধ্যেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এবারের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুটি সামষ্টিক মূল্যায়ন রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি বছরের প্রথম ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় জীবন ও জীবিকা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি অ্যাসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সম্পন্ন করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে, তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেওয়া রয়েছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই জীবন ও জীবিকা বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় কাজ হলো, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেওয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর অনুশীলন বই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ/রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ/রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং অবশিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

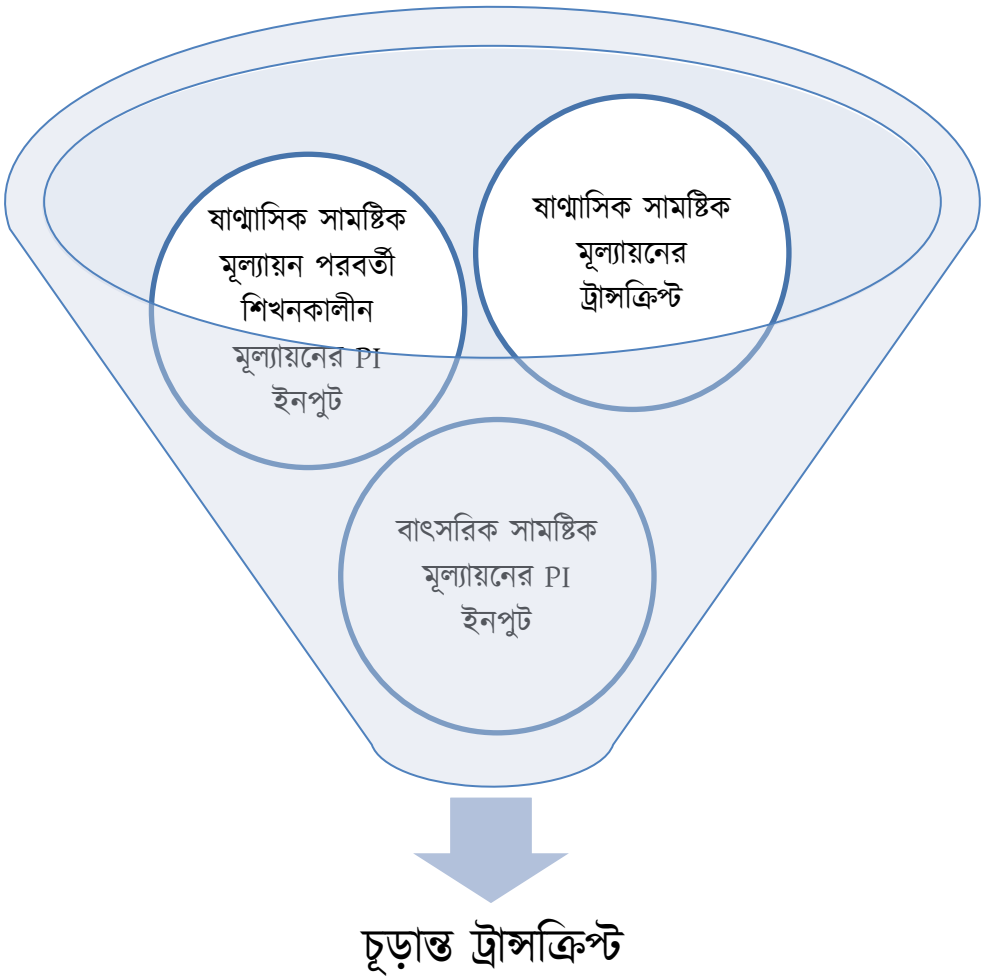

সাধারণ নির্দেশনা

- শুরুতেই ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে জীবন ও জীবিকা বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে, তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী তা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে তিন থেকে চার ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারবেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। লক্ষ রাখতে হবে, এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে, এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয়, সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়ন হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেওয়া যাবে না, বরং উৎস থেকে তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না, তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজ

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

এক নজরে জীবন ও জীবিকার বাৎসরিক মূল্যায়ন

দিন	নির্ধারিত কাজ	যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক (পি আই)
প্রথম	বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা খুঁজি এবং সমাধানের প্রস্তুতি নিই	৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	**৬.৩.১** কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া।
দ্বিতীয়	আগামীর স্বপ্ন বুনি	৬.১ নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	**৬.১.১** নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা **৬.১.২** নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
		৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	**৬.৬.১** চল্লিশ বছর পর নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র আঁকা বা তা নিয়ে গল্প লিখা।
তৃতীয়	ভবিষ্যত চক্র আঁকি এবং সমস্যার সমাধান করি	৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	**৬.৬.২** ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
		৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	**৬.৫.১** আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সঞ্চয় করা।
		৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের এাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	**৬.৩.১** কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া।

মূল্যায়নের প্রথম দিন (সময় : ৯০ মিনিট)
নির্ধারিত কাজ: বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা খুঁজি ও সমাধানের প্রস্তুতি নিই

(**সংকেত:** বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা নির্ধারণে এমন সমস্যা নির্বাচন করতে হবে, যা সমাধানে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আর্থিক সংশ্লিষ্টতা এমন হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের আর্থিক ভাবনা অধ্যায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকেই সমাধান করতে পারে।
উদাহরণ: শ্রেণিকক্ষে পোস্টার প্রেজেন্টেশনের জন্য কাগজের বোর্ড বা রশি ঝুলানোর ব্যবস্থা করা; শ্রেণিকক্ষ/বারান্দা/বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ময়লা রাখার ঝুড়ির ব্যবস্থা করা; শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করা (কলস/জগ/পানি রাখার পাত্র/গ্লাস ইত্যাদি); বিদ্যালয়ের বারান্দা সজ্জিতকরণ- আলপনা করা/কাগজ বা ককসেট দিয়ে সাজানো/রং করা/ টবের ব্যবস্থা করে গাছ লাগানো/আয়না লাগানো ইত্যাদি; বিদ্যালয় প্রাঙ্গন বা মাঠ পরিষ্কার করার সরঞ্জাম- ঝাড়ু/বেলচা/বালতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা; খেলার সরঞ্জাম-দাবা/কেরাম/লুডু/ফুটবল/র‍্যাকেট/ক্রিকেট বল ইত্যাদি সংগ্রহ করা; ওয়াশ ব্লকের জন্য টয়লেট টিস্যু/মগ/বদনা/হ্যান্ডওয়াস/সাবান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা; ইত্যাদি)।

শিক্ষক যেভাবে পরিচালনা করবেন: এটি দলগত কাজ। পরিচালনার সুবিধার্থে নিচে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে-

ক) দলগতভাবে সমস্যা খুঁজে বের করা (২০ মিনিট)

- শিক্ষার্থীদের ৬-৮ জন নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করে দিন। এক একটি দলকে বিদ্যালয়ের এক একটি স্থানের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিন। যেমন- শ্রেণিকক্ষ, বারান্দা, বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, ওয়াশব্লক, ইত্যাদি। কোনো কোনো স্থানের জন্য একাধিক দল গঠন করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে কোন দল কী বিষয়ে কাজ করবে, তা নির্ধারণ করে দিতে হবে।
- দলগুলোকে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করে সমস্যা খুঁজে বের করতে বলুন। এমন সমস্যা খুঁজে বের করতে বলুন, যা সমাধানে অর্থের প্রয়োজন হয়। (আর্থিক ভাবনা অধ্যায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বছরজুড়ে দলের সদস্যরা যে অর্থ সঞ্চয় করেছে, সে অর্থ থেকেই তারা টাকা জমা দিবে। **তবে কোনো সদস্যই ৩০ টাকার বেশি জমা দিতে পারবে না। সকলকে সমান পরিমাণও দিতে হবে না। দলের সদস্যরা তাদের সঞ্চয়ের যে অংশটুকু দিতে পারবে, তাই দলনেতাকে গ্রহণ করতে হবে। কাউকে চাপ দেওয়া যাবে না। অভিভাবকের কাছ থেকেও নেওয়া যাবে না, অবশ্যই তাদের জমানো টাকা (আর্থিক ডায়েরিতে লেখা হিসাবের প্রমাণ থাকতে হবে) দিয়েই সমস্যার সমাধানের প্রস্তুতি নিতে হবে।)**

খ) দলগতভাবে আলোচনা ও পরিকল্পনা করা (৩০ মিনিট)

- দলগুলো নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করে একাধিক সমস্যার তালিকা (অন্তত ৩টি) প্রণয়ন করবে। দলগত আলোচনার মাধ্যমে উক্ত তালিকার সমস্যাগুলো থেকে দলের সামর্থ্য বিবেচনা করে সমাধান করা সম্ভব, এমন একটি সমস্যা নির্বাচন করতে বলুন। নির্বাচিত সমস্যার কত ধরনের সমাধান হতে পারে, তা দলগত আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে বলুন।
- দলের সবাই মিলে প্রতিটি সমাধানের উপায় পর্যালোচনা করতে বলুন এবং সবচেয়ে কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য উপায়টি খুঁজে বের করতে বলুন।
- দলের সদস্যরা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ থেকে কে কত টাকা দিতে পারবে, তার তালিকা তৈরি করে মোট অর্থের পরিমাণ বের করতে বলুন।
- এরপর সমস্যা সমাধানের ধাপ অনুসরণ করে সমস্যাটির সমাধান করার একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন এবং সমাধানের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের দলগত মোট সঞ্চয় দিয়ে বাজেট করতে বলুন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দলের সদস্যদের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে বলুন।

গ) দলগতভাবে পোস্টার তৈরি করা (৩০ মিনিট)

- দলগত কাজের প্রতিটি ধাপের বর্ণনার একটি পোস্টার তৈরি করে জমা দিতে বলুন। **(পোস্টারগুলো শিক্ষককে সংরক্ষণ করতে হবে)**। পোস্টারে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে-
    - সমস্যার তালিকা
    - নির্বাচিত সমস্যা (সমাধানযোগ্য সমস্যা এবং কেন সমস্যাটি নির্বাচন করেছে তার যুক্তি)
    - সমাধানের উপায়সমূহ
    - কার্যকর সমাধান এবং তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ/যুক্তি
    - সঞ্চিত অর্থ থেকে কে কে অর্থ প্রদান করেছে তার তালিকা এবং মোট পরিমান। কে কত টাকা দিয়েছে তার উল্লেখ করা যাবে না।
    - সমাধানের পরিকল্পনা এবং দায়িত্ব বণ্টন।

ঘ) পরবর্তী দিনের কাজের নির্দেশনা প্রদান (১০ মিনিট)

- পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের কাজটি মূল্যায়নের তৃতীয় দিন বাস্তবায়ন করতে হবে, একারণে সবাইকে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ সঞ্চয়ের আর্থিক ডায়রি মূল্যায়নের তৃতীয় দিন জমা দিতে হবে তা জানিয়ে দিন।
- শিক্ষার্থীর মা/বাবা/অভিভাবকদের মধ্য থেকে একজন এবং বন্ধু বা আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজনের (মোট ২ জন) সাথে নিজ (শিক্ষার্থীর) সম্পর্কে তাদের ধারণা ও প্রত্যাশা নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করতে বলে দিন। নিজ সম্পর্কে তাদের ধারণা ও প্রত্যাশা একটি কাগজে লিখে তাদের স্বাক্ষরসহ মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিন।

যেসব পি আই অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে: ৬.৩.১ (প্রথম দিন থেকে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তবে মূল্যায়নের তৃতীয় দিন পারদর্শিতার নির্দেশক যাচাই সম্পন্ন করতে হবে।)

মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন (সময়: ৯০ মিনিট)
নির্ধারিত কাজ: আগামীর স্বপ্ন বুনি

শিক্ষক যেভাবে পরিচালনা করবেন: এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একক কাজ। কাজটি পরিচালনার সুবিধার্থে নিচে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে-

ক) নিজেকে জানা (২০ মিনিট)

- শিক্ষার্থীদের নিজের পছন্দ বা আগ্রহ এবং নিজের সামর্থ্য বা দক্ষতা চিহ্নিত করতে বলুন। পূর্বের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ সম্পর্কে অভিভাবক ও বন্ধু বা আত্মীয়দের ধারণা ছকে লিখতে বলুন (ছকটি বোর্ডে এঁকে দিন)।

ছক: নিজেকে জানা

নিজের পছন্দ ও আগ্রহ	নিজের দক্ষতা ও সামর্থ্য	নিজ সম্পর্কে অন্যের ধারণা বা প্রত্যাশা
		অভিভাবক: বন্ধু বা আত্মীয়:

খ) কাঙ্ক্ষিত পেশার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন (৩০ মিনিট)

- নিজেকে জানা ছকের আলোকে নিজের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি পেশা নির্বাচন করতে বলুন।
- এরপর উক্ত পেশার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য ছক অনুযায়ী (ছকটি বোর্ডে এঁকে দিন) স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

ছক: কাঙ্ক্ষিত পেশার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা

কাঙ্ক্ষিত পেশার নাম	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (৫-১০ বছর)	মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (২-৪ বছর)	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (১ বছর)

গ) ভবিষ্যতের গল্প (৩০ মিনিট)

- ভবিষ্যতে উক্ত পেশায় ৪০ বছর পর প্রযুক্তির কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, এবং নিজ এলাকায় এই পেশার ফলে তখন কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে তা কল্পনা করে একটি গল্প (৮০-১০০ শব্দের মধ্যে) লিখতে বা চিত্র আঁকতে বলুন (এক্ষেত্রে যদি কেউ লিখতে না পারে/প্রতিবন্ধী থাকে, তাহলে তার কাছে গিয়ে বর্ণনা শুনে নিতে হবে)। গল্পে ভবিষ্যত প্রযুক্তিটি কাল্পনিকও হতে পারে।

ঘ) পরবর্তী দিনের জন্য নির্দেশনা (১০ মিনিট)

- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন দলের প্রস্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করুন। মূল্যায়নের তৃতীয় দিন প্রয়োজনীয় উপকরণসহ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করুন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ সঞ্চয়ের আর্থিক ডায়রি মূল্যায়নের ৩য় দিন জমা দেওয়ার জন্য আবারও মনে করিয়ে দিন।

ঘুরে ঘুরে সকল শিক্ষার্থীর অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। কারও অতিরিক্ত কাগজ প্রয়োজন হলে তা সরবরাহ করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজের সক্রিয়তা, পরিকল্পনা এবং অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে নির্দিষ্ট **পি আই (৬.১.১, ৬.১.২, ৬.৬.১)** অনুযায়ী প্রত্যেকের রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।

মূল্যায়নের তৃতীয় দিন (সময় : ৩-৪ ঘণ্টা)

নির্ধারিত কাজ: ভবিষ্যত চক্র আঁকি ও সমস্যার সমাধান করি

শিক্ষক যেভাবে পরিচালনা করবেন: এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একক ও দলগত কাজ। কাজটি পরিচালনার সুবিধার্থে নিচে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে-

ক) একক কাজ : নির্বাচিত পেশা সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যত প্রযুক্তির প্রভাবের একটি ভবিষ্যত চক্র অঙ্কন (৩০ মিনিট)

- মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিনে শিক্ষার্থীরা যে পেশা নির্বাচন করেছে, নির্বাচিত সেই পেশাসংশ্লিষ্ট একটি ভবিষ্যত প্রযুক্তি নির্দিষ্ট করতে বলুন। প্রযুক্তিটি কাল্পনিকও হতে পারে। ব্যক্তি জীবন, পেশাগত জীবন, সমাজ জীবন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্ধারিত উক্ত ভবিষ্যত প্রযুক্তিটির প্রভাব বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যত চক্র তৈরি করতে বলুন। চিত্রের নমুনা বোর্ডে এঁকে দিন।

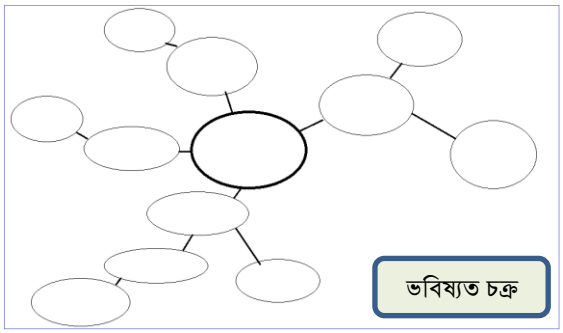

খ) দলগত কাজ : বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা সমাধান (২ ঘণ্টা)

- শিক্ষার্থী কর্তৃক বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা সমাধান পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ অন্যান্য শিক্ষকদের পূর্বেই আমন্ত্রণ জানাবেন এবং অন্তত ৩ জন শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকদের পূর্বেই জানিয়ে রাখবেন। শিক্ষার্থীদের কাজে পর্যবেক্ষক শিক্ষক কোনো উপদেশ প্রদান করবেন না বা হস্তক্ষেপ করবেন না। কোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দলকে প্রশ্ন করতে পারবেন, তবে সরাসরি কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করবেন।
- প্রতিটি দলকে মূল্যায়নের প্রথম দিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দলগুলোকে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলুন। ঘুরে ঘুরে সকল দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। দলগুলোর প্রত্যেক সদস্যের সক্রিয়তা ও প্রচেষ্টা পরখ করে দেখুন।

গ) একক কাজ: প্রতিবেদন প্রণয়ন (৬০ মিনিট)

সমস্যা সমাধান কার্যক্রম সম্পন্ন হলে, দলগত কাজের ওপর এককভাবে একটি **প্রতিবেদন প্রণয়ন** করতে বলুন। প্রতিবেদনে যা যা থাকবে-

- কী ধরনের সমাধান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে? এর মাধ্যমে কে কে সুবিধাপ্রাপ্ত হবে? কীভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হবে?
- দলগত কাজে সুনির্দিষ্টভাবে কে কোন দায়িত্ব পালন করেছে? কেমন লেগেছে?
- দলগত কাজটির সবল দিক, দুর্বল দিক এবং কীভাবে সেই দুর্বলতা মোকাবিলা করা যেতে পারে- এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে সংক্ষেপে নিজের অনুভূতির প্রকাশ।

ঘ) প্রমাণক সংরক্ষণ

সকল শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ সঞ্চয়ের আর্থিক ডায়রি জমা নিন। একক কাজগুলোর কপি (ভবিষ্যৎ চক্র, প্রতিবেদন) জমা নিন। মূল্যায়নের প্রথম দিন ও তৃতীয় দিন মিলে **পি আই ৬.৬.২, ৬.৩.১ এবং ৬.৫.১** যাচাই সম্পন্ন করতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে, তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতো এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়

ইতোমধ্যে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, অবশিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, অবশিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে, সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেওয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেওয়া আছে। ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, **পরিশিষ্ট ৫** এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে, সেটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।
    - উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
    - আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে-

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার
২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা, সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে, তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো, পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেওয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।
- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেওয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয়, তবে তার শিখন এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দিবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে, যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন, এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে, যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকগণ সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। **পরিশিষ্ট ৬** এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মূলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই

ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোনো শ্রেণির কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোনো শ্রেণির কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেওয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মূলত এই ডাইমেনশনগুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

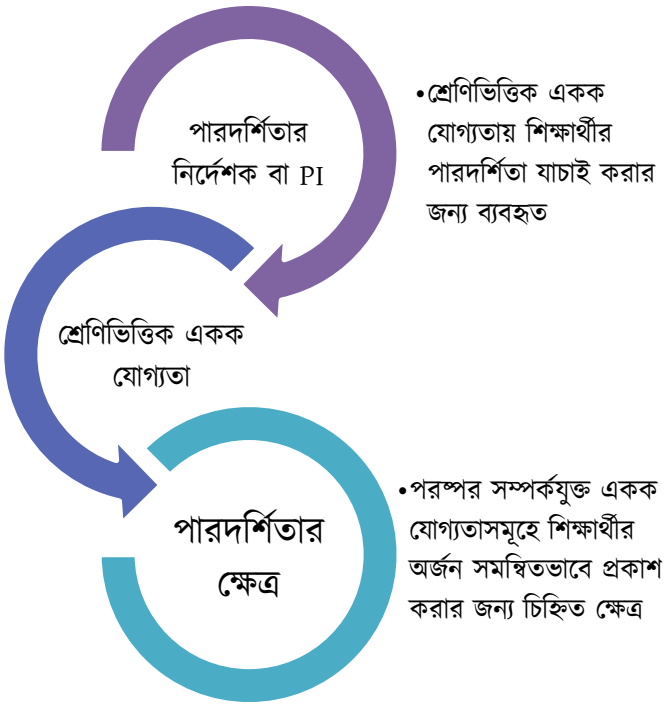

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। আত্মউন্নয়ন
২। ক্যারিয়ার প্লানিং
৩। পেশাগত দক্ষতা
৪। ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'ক্যারিয়ার প্লানিং' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ হলো:

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
ক্যারিয়ার প্লানিং	৬.১ নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	৬.১.১ নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা ৬.১.২নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি **পারদর্শিতার ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের (সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে) একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। আত্মউন্নয়ন	সহযোগিতামূলক, কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান এবং নিজ, পরিবারিক ও আর্থিক কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত করছে।
২। ক্যারিয়ার প্লানিং	নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে।
৩। পেশাগত দক্ষতা	স্থানীয় পেশাসমূহের চাহিদা ও পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে পেশার দক্ষতা এবং নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শণ করতে পেরেছে।
৪। ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা	পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে।

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতা নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে উক্ত ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থির অবস্থান সহজেই বুঝতে পারেন, এজন্য এই অবস্থানকে ৭ স্তর বিশিষ্ট একটি মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে বোঝানো হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

১. অনন্য (Upgrading)
২. অর্জনমুখী (Achieving)
৩. অগ্রগামী (Advancing)
৪. সক্রিয় (Activating)

৫. অনুসন্ধানী (Exploring)
৬. বিকাশমান (Developing)
৭. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

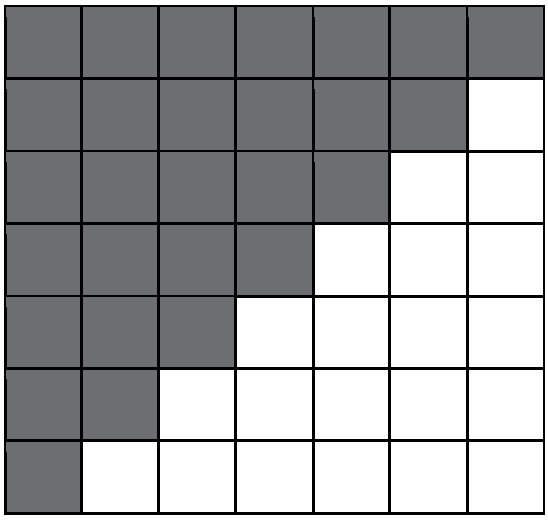

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয় করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'ক্যারিয়ার প্লানিং' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ২টি (৬.১.১, ৬.১.২)। কোনো শিক্ষার্থী এই ২টি PI এর মধ্যে ১টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। অবশিষ্ট ১টিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	২টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{১ - ১}{২} * ১০০\% = ০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে 'ক্যারিয়ার প্লানিং' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মানের (-১০০% থেকে +১০০%) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রকে **নিম্নবর্ণিত সাত স্তর বিশিষ্ট স্কেল** দিয়ে প্রকাশ করা হবে। নিচের ছকে পারদর্শিতার সবকটি স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেওয়া হলো-

পারদর্শিতার স্তর	**পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত**
১. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
২. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
৩. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
৪. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
৫. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%
৬. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
৭. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৫০% হলে ওই শিক্ষার্থীর 'ক্যারিয়ার প্লানিং' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে অবস্থান হবে **'সক্রিয় (Activating)'**। ৬ষ্ঠ শ্রেণি শেষে রিপোর্ট কার্ডে 'ক্যারিয়ার প্লানিং' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

ক্যারিয়ার প্লানিং						
নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে।						

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, জীবন ও জীবিকা বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
আত্মউন্নয়ন	৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক বা স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	৬.৩.১. কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া
	৬.৪ নিজ ও পারিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।	৬.৪.১ নিজের কাজ নিজে করা ৬.৪.২ পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করা
	৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	৬.৫.১ আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সঞ্চয় করা
ক্যারিয়ার প্লানিং	৬.১ নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	৬.১.১ নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা ৬.১.২নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
পেশাগত দক্ষতা	৬.২ প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।	৬.২.২ সুনির্দিষ্ট একটি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো অর্জনের জন্য বিদ্যমান সুযোগগুলো শনাক্ত করা।
	৬.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	৬.৭.১ সঠিকভাবে ভাত রান্না করতে পারা এবং বাড়িতে নিয়মিত ভাত রান্নার অনুশীলন করা। ৬.৭.২ সঠিকভাবে, সতর্কতা বজায় রেখে গাছের গাছে গ্রাফটিং করতে পারা এবং বাড়িতে অন্তত একটি গাছের গ্রাফটিং করা।
ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা	৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	৬.৬.১ চল্লিশ বছর পরের নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র আকাঁ বা তা নিয়ে গল্প লিখা।. ৬.৬.২ ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো-

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলগত ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে

	৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালোভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে। মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছানো হলে, এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা নির্দেশক (PI) নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
৬.১ নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	৬.১.১	নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ ও সামর্থ্যের সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	একক কাজের লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			নিজের পছন্দ, সামর্থ্য আংশিক নির্ণয় করেছে, কিন্তু নির্বাচিত লক্ষ্যের সাথে নিজের সামর্থ্যের কোনো মিল নেই।	নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য নির্ণয় করেছে তবে নির্বাচিত লক্ষ্য উক্ত সামর্থ্যের সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট নয়।	নিজের পছন্দ ও সামর্থ্যের পাশাপাশি নিজের অভিভাবক ও বন্ধু/আত্মীয়ের মতামত বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	
	৬.১.২	নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা	লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথভাবে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			পরিকল্পনা করেছে তবে লক্ষ্যের সাথে মিল খুবই কম	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যেকোনো দুই ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথভাবে তিন ধরনেরই অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	

৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক বা স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	৬.৩.১	কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করার চেষ্টা করেছে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলগত কাজে নিজের মতামত প্রদান করেছে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলগতকাজে নিজের মতামত প্রদান করে, নিজের কাজের বিষয়ে অন্যের মতামত শুনতে আগ্রহী এবং অন্যকে দলগত কাজে সহায়তা করে।	দলগত কাজ সম্পাদনের সময় পর্যবেক্ষণ এবং লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের প্রথম ও তৃতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			উল্লিখিত ২টি কাজ যথাযথভাবে করছে	উল্লিখিত ৩টি কাজ যথাযথভাবে করছে	উল্লিখিত ৫টি কাজই যথাযথভাবে করছে	
৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	৬.৫.১	আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সঞ্চয় করা	কদাচিৎ আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে অপরিকল্পিত সঞ্চয় করেছে।	মাঝে মাঝে আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে সঞ্চয় করেছে।	নিয়মিত ও যথাযথভাবে আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চয় করেছে।	আর্থিক ডায়েরি জমাদানের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের তৃতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			আর্থিক ডায়েরি জমা দিয়েছে তবে ডায়েরিতে ১-৩ টি আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে সঞ্চয় করেছে।	আর্থিক ডায়েরি জমা দিয়েছে তবে ডায়েরিতে ৪-৬টি আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে সঞ্চয় করেছে।	আর্থিক ডায়েরি জমা দিয়েছে এবং ডায়েরিতে কমপক্ষে ১০টি আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চয় করেছে।	
৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	৬.৬.১	৪০ বছর পরের নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র আকাঁ বা তা নিয়ে গল্প লিখা।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা না করে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি আংশিক বিবেচনা নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ যৌক্তিকভাবে কল্পনা করে তার চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	একক কাজের লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			গল্পে চেনা প্রযুক্তির শুধুই কাল্পনিক চিত্র উপস্থাপন করেছে কিন্তু এলাকার জন্য কল্যাণকর ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্র উপস্থাপন করেনি।	গল্পে চেনা প্রযুক্তির শুধুই কাল্পনিক ও এলাকার জন্য কল্যাণকর ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্র উপস্থাপন করছে।	গল্পে চেনা প্রযুক্তির যৌক্তিক, কাল্পনিক ও এলাকার জন্য কল্যাণকর ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্র উপস্থাপন করছে।	

	৬.৬.২	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাধারণ প্রভাব আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	একক কাজের লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন (মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিন)
			যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
			ভবিষ্যৎ চক্রে পেশা সংশ্লিষ্ট একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ১-২ ধরনের প্রভাব চিহ্নিত করেছে করছে।	ভবিষ্যৎ চক্রে পেশা সংশ্লিষ্ট একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ৩-৪ ধরনের প্রভাব চিহ্নিত করেছে করছে।	ভবিষ্যৎ চক্রে পেশা সংশ্লিষ্ট একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তির কমপক্ষে ৫ ধরনের যৌক্তিক প্রভাব চিহ্নিত করেছে করছে।	

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :

শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :

তারিখ:

শ্রেণি :

বিষয় : জীবন ও জীবিকা

প্রযোজ্য PI নং

রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.১.২	৬.৩.১	৬.৫.১	৬.৬.১	৬.৬.২		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		

শ্রেণি :		বিষয় : জীবন ও জীবিকা							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.১.২	৬.৩.১	৬.৫.১	৬.৬.১	৬.৬.২		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△		

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম :			
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : সপ্তম	বিষয় : জীবন ও জীবিকা	শিক্ষকের নাম :

একক **যোগ্যতা**	**সূচক/ নির্দেশক (PI)**	**পারদর্শিতার মাত্রা**		
		□	○	△
৬.১ নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	৬.১.১ নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
	৬.১.২ নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা	লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে
৬.২ প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।	৬.২.১ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরন আংশিক নির্ধারণ করতে পেরেছে কিন্তু পরিবর্তনের কারণসমূহ যথাযথভাবে নির্ণয় করতে পারেনি।	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরণ যথাযথভাবে নির্ধারণ করলেও পরিবর্তনের কারণ আংশিক নিরূপণ করতে পেরেছে।	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরন যথাযথভাবে নির্ধারণ করে পরিবর্তনের কারণসমূহ খুঁজে বের করেছে।
	৬.২.২ সুনির্দিষ্ট একটি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো অর্জনের জন্য বিদ্যমান সুযোগগুলো শনাক্ত করা।	পদ্ধতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ আংশিক চিহ্নিত করতে পারলেও তা অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করতে পারেনি।	পদ্ধতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারলেও তা অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করতে পারেনি।	পদ্ধতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করেছে।

৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক বা স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	৬.৩.১. কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করার চেষ্টা করেছে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলগতকাজে নিজের মতামত প্রদান করেছে।	দলে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী, দলে নিজের কাজের অংশ সঠিকভাবে করে, দলগতকাজে নিজের মতামত প্রদান করে, নিজের কাজের বিষয়ে অন্যের মতামত শুনতে আগ্রহী এবং অন্যকে দলগত কাজে সহায়তা করেছে।
৬.৪ নিজ ও পারিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।	৬.৪.১ নিজের কাজ নিজে করা	নিজের কাজ মাঝে মাঝে করছে।	নিজের সকল কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়মিত করছে।	নিজের সকল কাজ স্বতঃস্ফূর্ত ও সুচারুভাবে নিয়মিত করছে।
	৬.৪.২ পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করা	পারিবারিক কাজে মাঝে মাঝে সহায়তা করছে	পারিবারিক কাজে নিয়মিতভাবে সহায়তা করছে।	পারিবারিক কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়মিতভাবে সহায়তা করছে।
৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	৬.৫.১ আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সঞ্চয় করা	কদাচিৎ আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে অপরিকল্পিত সঞ্চয় করেছে।	মাঝে মাঝে আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে সঞ্চয় করেছে।	নিয়মিত ও যথাযথভাবে আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চয় করেছে।
৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	৬.৬.১ চল্লিশ বছর পরের নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র আঁকা বা তা নিয়ে গল্প লিখা	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা না করে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি আংশিক বিবেচনা নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ যৌক্তিকভাবে কল্পনা করে তার চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।
	৬.৬.২ ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাধারণ প্রভাব আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।
৬.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের	৬.৭.১ সঠিকভাবে ভাত রান্না করা এবং বাড়িতে নিয়মিত	ভাত রান্নায় আংশিক দক্ষতা অর্জন করেছে ও কদাচিৎ বাড়িতে	পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, নিরাপত্তা মেনে, ভাত রান্না করতে পারে এবং	পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, নিরাপত্তা মেনে, ভাত রান্না করতে পারে এবং

ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	ভাত রান্নার অনুশীলন করা।	ভাত রান্নার অনুশীলন করে।	বাড়িতে মাঝেমাঝে অনুশীলন করে।	বাড়িতে নিয়মিত অনুশীলন করে।
	৬.৭.২ সঠিকভাবে, সতর্কতা বজায় রেখে অন্তত একটি গাছের গ্রাফটিং করা।	প্রক্রিয়া অবলম্বন না করে গ্রাফটিং করার চেষ্টা করেছে।	পদ্ধতিগতভাবে সতর্কতা বজায় রেখে অন্তত একটি গাছের গ্রাফটিং প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করেছে কিন্তু উপজোড়কে টিকানো যায়নি।	পদ্ধতিগতভাবে সতর্কতা বজায় রেখে অন্তত একটি গাছে সফল গ্রাফটিং সম্পন্ন করেছে।

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলগত ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : জীবন ও জীবিকা

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :						বিষয় : জীবন ও জীবিকা					
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

নৈপুণ্য

পারদর্শিতার সনদ

প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শিক্ষার্থীর আইডি : ....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ .... শিক্ষাবর্ষ : ....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- ইংরেজি
- জীবন ও জীবিকা
- গণিত
- ধর্ম শিক্ষা
- বিজ্ঞান
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে

মানবিক চিন্তন
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে

English

Communication
Communicates with relevance to a given context

Linguistic norms
Contextualizes responses using appropriate vocabulary and expressions

Democratic practice
Promotes democratic atmosphere in communication, and participates accordingly

Creative expression
Interprets and connects to a literary text using contextual clues

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান
বিভিন্ন পরিকল্পনা যাচাই করে গাণিতিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ
বিভিন্ন গাণিতিক কৌশল ও যথাযথ ভাষা ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করছে এবং ফলাফল বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করছে

আকৃতি
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ পরিমাপ করেছে

গাণিতিক সম্পর্ক
গাণিতিক যুক্তি, সম্পর্ক ও গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে সমস্যা সমধান করেছে

সম্ভাব্যতা
গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

সহযোগিতামূলক, কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান এবং নিজ, পরিবারিক ও আর্থিক কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত করছে।

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

নিজের পছন্দ, সক্ষমতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে।

পেশাগত দক্ষতা

স্থানীয় পেশাসমূহের চাহিদা ও পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে পেশার দক্ষতা এবং নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শণ করতে পেরেছে।

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে।

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

কাউকে কষ্ট না নিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

সক্রিয় অংশগ্রহণ	শৃঙ্খলাবোধ	সহযোগিতা

সততা	বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা	নান্দনিক যোগাযোগ

মূল্যায়নের স্কেল

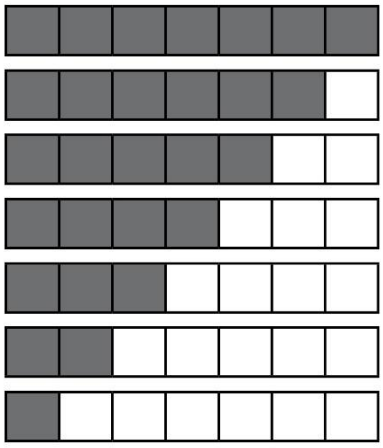

= অনন্য (Upgrading)

= অর্জনমুখী (Achieving)

= অগ্রগামী (Advancing)

= সক্রিয় (Activating)

= অনুসন্ধানী (Exploring)

= বিকাশমান (Developing)

= প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : ..... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

.....

.....

.....

.....

.....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

.....

.....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

.....

.....

.....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

.....

.....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

.....

.....

.....

.....	.....	.....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ